বাংলাদেশের টেলিভিশন মাধ্যমে নাটক ও সিনেমা প্রচারে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রতিপালন বিষয়ক গবেষণা, ২০১৯

প্রেক্ষাপট

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫-এর ৫(ঙ) ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত বা লভ্য ও প্রচারিত, বিদেশে প্রস্তুতকৃত কোন সিনেমা, নাটক এবং প্রামাণ্যচিত্রে ধূমপান ও অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য টেলিভিশনসহ সকল গণমাধ্যমে প্রচার এবং প্রদর্শন নিষিদ্ধ এবং দন্ডনীয় অপরাধ। কেবল সিনেমার ক্ষেত্রে কাহিনীর প্রয়োজনে অত্যাবশ্যক হলে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য রয়েছে এরূপ কোন সিনেমা প্রদর্শনকালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৫ দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে। তবে, বাংলাদেশের টিভি মাধ্যমগুলো তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের এই গুরুত্বপূর্ণ ধারা কতটুক প্রতিপালন করছে সেবিষয়ে কোন নিয়মতান্ত্রিক গবেষণা বা মূল্যায়ন নেই। বর্তমান গবেষণার মূল উদ্যেশ বাংলাদেশের টেলিভিশন মাধ্যমগুলো নাটক ও সিনেমা প্রচারে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন কতটা প্রতিপালন করছে তা তুলে ধরে সরকারকে আইন বাস্তবায়নে সহায়তা করা এবং তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনে ভূমিকা রাখা।

লক্ষ্য

বাংলাদেশের টেলিভিশন মাধ্যমে নাটক ও সিনেমা প্রদর্শনে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রতিপালন মূল্যায়ন করে আইন বাস্তবায়নে সহায়তা করা।

পদ্ধতি

নাটক এবং সিনেমা প্রচার করে এমন ১৯টি বাংলাদেশি টেলিভিশন (টিভি) মাধ্যমে দুইটি ভিন্ন সময়ে (উৎসব এবং স্বাভাবিক সময়) ৭দিন করে মোট ১৪ দিনে প্রচারিত সকল নাটক এবং সিনেমা এই গবেষণার আওতায় আনা হয়েছে। **স্বাভাবিক সময়** ও **উৎসব সময়ের মধ্যে** আইন প্রতিপালনের ক্ষেত্রে কোন তারতম্য/ কন্টেন্ট এর তারতম্য আছে কিনা তা বোঝার জন্য ঈদ-উল ফিতরের ৭দিন অর্থাৎ ৫ জুন-১১জুন, ২০১৯ কে **উৎসব** সময় এবং ৫ জুলাই থেকে ১১ জুলাই কে **স্বাভাবিক** সময় হিসেবে ধরা হয়েছে। **একটি ক্যাপচারিং হাউজের** মাধ্যমে গবেষণা সময়ে ১৯টি টিভি মাধ্যমে ২৪ ঘন্টায় প্রচারিত সব নাটক ও সিনেমা সংগ্রহ করে সেগুলো ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫-এর ৫(ঙ) ধারা এবং বিধিমালা (২০১৫) এর ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত মনিটরিং ছকে সন্নিবেশ এবং মূল্যায়ন করা হয়েছে।

We analyzed the content of the top 25 box office hits per year from 1988 to 1997. Outcomes included the number of occurrences of tobacco use, the time tobacco use appeared on screen, the context in which tobacco use was portrayed, and characteristics of smokers compared with nonsmokers.

ফলাফল

ধূমপান ও অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য সম্মলিত নাটক প্রচার আইনত নিষিদ্ধ এবং দন্ডনীয় অপরাধ হওয়া সত্বেও বেশিরভাগ (৫৯%) টিভি মাধ্যমই এই আইন ভঙ্গ করেছে। সিনেমায় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের দৃশ্য প্রচারের ক্ষেত্রে কোন টিভি মাধ্যমই তামাকনিয়ন্ত্রণ আইন প্রতিপালন করে নাই। নাটক প্রদর্শনে আইন ভঙ্গের হার স্বাভাবিক সময়ের (৩০%) তুলনায় উৎসব সময়ে (৪৭%) অনেক বেশি।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫-এর ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ):
বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত বা লভ্য ও প্রচারিত, বিদেশে প্রস্তুতকৃত কোন সিনেমা, নাটক বা প্রামাণ্যচিত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য টেলিভিশন, রেডিও, ইন্টারনেট, মঞ্চ অনুষ্ঠান বা অন্য কোন গণমাধ্যমে প্রচার, প্রদর্শন বা বর্ণনা করিবেন না বা করাইবেন না;

তবে শর্ত থাকে যে, কোন সিনেমার কাহিনীর প্রয়োজনে অত্যাবশ্যক হলে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য রহিয়াছে এইরূপ কোন সিনেমা প্রদর্শনকালে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে লিখিত সতর্কবাণী, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পর্দায় প্রদর্শনপূর্বক উহা প্রদর্শন করা যাইবে;

বিধিমালার ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক):

- ***তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য প্রদর্শনকালে*** *পর্দার মাঝখানে পর্দার আকারের অন্তত এক পঞ্চমাংশ স্থান জুড়িয়া কালো জমিনের ওপর সাদা অক্ষরে বাংলা ভাষায় **'ধূমপান/তামাক সেবন মৃত্যু ঘটায়'** শীর্ষক সতর্কবাণী প্রদর্শন করিতে হইবে এবং উক্তরূপ দৃশ্য যতক্ষণ চলিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সতর্কবাণী প্রদর্শন অব্যাহত রাখিতে হইবে;*

বিধিমালার ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ):

- ***টেলিভিশনে*** *প্রচারিত সিনেমার ক্ষেত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য রহিয়াছে সিনেমার এইরূপ অংশ দুইটি বিজ্ঞাপন বিরতির মাঝখানে প্রচারের ক্ষেত্রে প্রথম বিজ্ঞাপন বিরতির পর অর্থাৎ উক্ত অংশ আরম্ভ হইবার পূর্বে এবং দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন বিরতির পূর্বে অর্থাৎ উক্ত অংশ শেষ হইবার পর সম্পূর্ণ পর্দা জুড়িয়া কালো জমিনের ওপর সাদা অক্ষরে বাংলা ভাষায় **"ধূমপান/তামাক সেবন মৃত্যু ঘটায়"** শীর্ষক সতর্কবাণী অন্যূন ১০ (দশ) সেকেন্ড সময় ধরিয়া প্রদর্শন করিতে হইবে; এবং*

বিধিমালার ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গ):

- ***প্রেক্ষাগৃহে*** *সিনেমা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য রহিয়াছে এইরূপ সিনেমা আরম্ভ হইবার পূর্বে, বিরতির পূর্বে ও পরে এবং সিনেমা প্রদর্শনের শেষে অন্যূন ২০ (বিশ) সেকেন্ড সময় পর্যন্ত সম্পূর্ণ পর্দা জুড়িয়া **"ধূমপান/তামাক সেবন মৃত্যু ঘটায়"** শীর্ষক সতর্কবাণী বাংলা ভাষায় প্রদর্শন করিতে হইবে।*

কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান লংঘন করলে তিনি অনধর্ব তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডণীয় হবে এবং

নাটক

১৭*টি টিভি মাধ্যমে ১৪দিনে প্রচারিত মোট ৯০৭টি একক, ধারাবাহিক এবং ডাবিংকৃত বিদেশী ধারাবাহিক নাটক মূল্যায়ন করে দেখা গেছে আইনত নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ১০টি টেলিভিশন ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের দৃশ্য সম্বলিত নাটক প্রচার করেছে। ২০টি নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যে মোট ৫৫ বার ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য প্রদর্শিত হয়েছে। অপরাধমূলক কাজ বা পরিকল্পনার দৃশ্যে (২১%), দুশ্চিন্তা বা উদ্বিগ্নতার দৃশ্যে (২৩%), অবসরমূহুর্তের দৃশ্যে (৪০%) এবং গল্প বা আড্ডা ও আলোচনার দৃশ্যে (১৬%) তামাকপণ্যের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা গেছে। গান, ভ্রমন এবং বিভিন্ন প্রাত্যহিক কাজের দৃশ্যেও ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়েছে। দৃশ্যগুলোর মধ্যে ৫৬ শতাংশ ক্ষেত্রেই নায়ককে ধূমপান করতে দেখা গেছে, ৩৮ শতাংশ দৃশ্যে অন্যান্য পুরুষ শিল্পী, ০২ শতাংশ দৃশ্যে নারী শিল্পী এবং ০৪ শতাংশ দৃশ্যে নায়ক এবং অন্যান্য পুরুষ শিল্পীকে একত্রে ধূমপান ও অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার করতে দেখা গেছে। এছাড়া ৫৫ শতাংশ দৃশ্যেই অধূমপায়ীরা বিশেষকরে নারীরা পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হয়েছেন। দৃশ্যগুলোতে সিগারেট, ই-সিগারেট, চুরুট এবং হুক্কার দৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, উৎসব সময়ে টিভি মাধ্যমগুলো অধিকহারে আইন ভঙ্গ করেছে। স্বাভাবিক সময়ে ৩০ শতাংশ (৪টি) টিভি মাধ্যম আইন ভঙ্গ করলেও উৎসব সময়ে এই হার অনেক বেশি, প্রায় ৪৭ শতাংশ (৮টি)। উৎসবের নাটকে ই-সিগারেটের দৃশ্য প্রর্দশিত হয়েছে যা স্বাভাবিক সময়ের নাটকে দেখা যায়নি।

সিনেমা

গবেষণায়, ১৯টি টিভি মাধ্যমে ১৪দিনে প্রচারিত মোট ৪২৬টি পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা মূল্যায়ন করা হয়েছে। খোদ রাষ্ট্রীয় টিভি মাধ্যম বিটিভিসহ ১৮টি টিভি মাধ্যমই ধূমপান ও অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য সম্বলিত সিনেমা প্রচার করেছে। শর্তসাপেক্ষে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সিনেমা প্রর্দশনের ক্ষেত্রে শতভাগ নিয়ম মেনে একটি টিভি মাধ্যমও সিনেমা প্রচার করে নাই। ১৮২টি

সিনেমার ৪৯০টি দৃশ্যে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য প্রচার করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩২২টি (৬৬%) দৃশ্যে কোন স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ব্যবহার করা হয়নি। ১৬৮টি দৃশ্যে সতর্কবাণীর উপস্থিতি পাওয়া গেলেও কোনটিতেই শতভাগ বিধি মানা হয়নি অর্থাৎ পর্দার মাঝখানে পর্দার আকারের এক পঞ্চমাংশ স্থান জুড়ে কালো জমিনের উপর সাদা অক্ষরে " ধূমপান/ তামাক সেবন মৃত্যু ঘটায়" লেখা সম্বলিত স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ব্যবহার করা হয়নি। দুটি বিজ্ঞাপন বিরতির মাঝখানে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য প্রচারের ক্ষেত্রে প্রথম বিজ্ঞাপন বিরতির পর এবং দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন বিরতির পূর্বে সম্পূর্ণ পর্দা জুড়ে কালো জমিনের উপর সাদা অক্ষরে বাংলা ভাষায় " ধূমপান/ তামাক সেবন মৃত্যু ঘটায়" শীর্ষক সতর্কবাণী অন্যূন দশ সেকেন্ড সময় ধরে প্রদর্শন বাধ্যতামূলক হলেও কোন দৃশ্য প্রদর্শনকালে তা মানা হয়নি।

অপরাধমূলক কাজ বা পরিকল্পনার দৃশ্যে (৬২%), অবসরমূহুর্তের দৃশ্যে (১৯%) এবং দুশ্চিন্তা বা উদ্বিগ্নতার দৃশ্যে (১৪%) তামাকপণ্যের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা গেছে। গান, ভ্রমন এবং বিভিন্ন প্রাত্যহিক কাজের দৃশ্যেও ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়েছে। তামাকপণ্য ব্যবহারের দৃশ্যগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ২২ শতাংশ দৃশ্যেই অধূমপায়ীরা বিশেষকরে নারীরা পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হয়েছেন। সিগারেট, ই-সিগারেট, চুরুট এবং হুক্কার দৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে। উৎসবের সিনেমায় ই-সিগারেটের দৃশ্য প্রর্দশিত হয়েছে যা স্বাভাবিক সময়ের সিনেমায় দেখা যায়নি।

আলোচনা

গবেষণার ফলাফল অনুযায়ি, বাংলাদেশের বেশিরভাগ টিভি মাধ্যমই নাটক এবং সিনেমা প্রচারের ক্ষেত্রে তামাকনিয়ন্ত্রণ আইন প্রতিপালন করছে না অর্থাৎ তামাকপণ্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে আইনটি তেমন কোন ভূমিকাই পালন করতে পারছে না। পৃথিবীব্যাপি টেলিভিশন এবং অন্যান্য গণমাধ্যম ব্যবহার করে ধূমপানের অভ্যাসকে নানাভাবে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ধূমপানকে পৌরুষ, গ্ল্যামার, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ইত্যাদি কাঙ্ক্ষিত গুণাবলীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়। বহুজাতিক তামাক কোম্পানি ফিলিপ মরিসের 'মালবোরো ম্যান' প্রচারণায় মাত্র দুই বছরে মার্লবোরো সিগারেটের বিক্রি বেড়ে যায় ৩০০ গুণেরও বেশি। গবেষণায়, তামাকপণ্য ব্যবহারের দৃশ্যগুলোর মধ্যে ৬৭ শতাংশ দৃশ্যেই নায়ককে ধূমপান করতে দেখা গেছে এবং দুশ্চিন্তা বা উদ্বিগ্নতার দৃশ্যে বেশি পরিমান ধূমপানের দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে। অক্সফোর্ড অ্যাকাডেমিক জার্নালে প্রকাশিত বিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীদের উপর পরিচালিত একটি গবেষণার ফলাফলে[৪] দেখা যায়, মিডিয়া তথা, নাটক, সিনেমায় ধূমপানের দৃশ্য এবং ম্যাগাজিন বা পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন তারকাদের ধূমপানের ছবিকে তরুণ শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং গ্রহণযোগ্য হিসেবে দেখে থাকে। এমনকি সিগারেটের কুফল জানা সত্ত্বেও এসব তরুণরা একে মানসিক চাপ উপশমকারী এবং আকর্ষণীয় হিসেবে মনে করে।

তামাকপণ্য ব্যবহারের দৃশ্যগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, অধিকাংশ দৃশ্যেই অধূমপায়ীরা বিশেষ করে নারীরা পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হয়েছেন, যা পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি এবং এ সংক্রান্ত আইনের প্রয়োগ সর্ম্পকে জনমনে নেতিবাচক ধারনা তৈরি করতে পারে। কেবল উৎসব সময়ে প্রচারিত নাটক ও সিনেমায় ই-সিগারেট ব্যবহারের দৃশ্য প্রর্দশনের ক্ষেত্রে ই-সিগারেট ব্যবসায়ীদের কারসাজি থাকতে পারে। তারা উৎসবকে কাজে লাগাতে পারে কারণ উৎসব সময়ে বেশি সংখ্যক মানুষ বেশি সংখ্যায় নাটক ও সিনেমা দেখে থাকেন। এছাড়া উৎসব সময়ে নাটক প্রচারের ক্ষেত্রে বেশিসংখ্যক টিভি মাধ্যম তামাকনিয়ন্ত্রণ আইন ভঙ্গ করেছে। সবমিলিয়ে উৎসবকেন্দ্রিক নাটক ও সিনেমা তৈরিতে তামাক কোম্পানির সম্পৃক্ত থাকার সম্ভবনা রয়েছে।

সিনেমায় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের দৃশ্য প্রচারের ক্ষেত্রে কোন টিভি মাধ্যমই তামাকনিয়ন্ত্রণ আইন প্রতিপালন করে নাই। আইন বাস্তবায়নের শিথিলতার পাশাপাশি আইনি অস্পষ্টতা ও দূর্বলতাকে এজন্য দায়ি করা যেতে পারে। আইন একইসাথে ধূমপান ও অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য সম্মলিত সিনেমা প্রচার নিষিদ্ধ করেছে এবং শর্তসাপেক্ষে তা প্রচারের বিধান রেখেছে।

তামাকনিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ি সবধরনের গনমাধ্যমে তামাকপণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচার নিষিদ্ধ এবং দন্ডনীয় অপরাধ এবং আইনটি কঠোরভাবে বাস্তবায়িত হওয়ায় তামাক কোম্পানিগুলো সিনেমা ও নাটকের মাধ্যমে তামাকপণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচারের সুযোগ নিচ্ছে কিনা তা মূল্যায়ন করে দেখা দরকার।

সুপারিশ

২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনে বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণ এবং তা কঠোরভাবে বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে;

- নিয়মিত পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে টিভি মাধ্যমগুলোকে নাটক এবং সিনেমা প্রচার সংক্রান্ত আইন প্রতিপালনে বাধ্য করতে হবে। আইন লঙ্ঘন করলে নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর করতে হবে।

- সিনেমা প্রচার সংক্রান্ত ধারাটি অস্পষ্ট এবং দূর্বল। বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য প্রচারের বিধান রহিত করে সকল প্রকার তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য প্রচার ও প্রদর্শন সর্ম্পণরুপে নিষিদ্ধ করতে হবে। সংশোধিত আইন কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

- আইন সংশোধন করে সবধরনের ভেপিং, ই-সিগারেট .. প্রর্দশন ও প্রচার নিষিদ্ধ করতে হবে। সংশোধিত আইন কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।